যুগান্তর

তারিখ 10 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

দারিদ্র্য জয়ী শিক্ষকের চোখে অন্ধকার

যশোরের মণিরামপুরে ক্যান্সারে আক্রান্ত শিক্ষক জিয়ারুল যুগান্তর

অর্থের অভাবে ক্যান্সারের চিকিৎসা বন্ধ

যশোর ব্যুরো

অদম্য জিয়ারুল ইসলাম চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসায় পা হারিয়েও টিকে ছিলেন মাথা উঁচু করে। কিন্তু এখন মরণব্যাধি ক্যান্সার বাসা বেঁধেছে তার দেহে। তবে কি এবার ক্যান্সারের কাছে তিনি হেরে যাবেন? কঠোর অধ্যবসায়ে সফল হওয়ার দৃষ্টান্ত যশোরের মণিরামপুর উপজেলার নওয়ালী গ্রামের মৃত আতিয়ার রহমানের ছেলে জিয়ারুল। পরের বাড়িতে কামলা খেটে, রাস্তায় মাটি কেটে কখনও টিউশনির টাকা দিয়ে নিজের পড়ার খরচ জুগিয়েছেন। জিয়ারুল যশোর এমএম কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে বর্তমানে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। হাঁটুতে আঘাত পেলে চিকিৎসা নেন। ডা. সুভাশিষ তাদের জানান, হাঁটুতে ক্যান্সার না হলেও কেমো দেয়াসহ ভুল চিকিৎসার কারণে হাঁটুর উপরের অংশ থেকে কেটে ফেলতে হবে। এরপর বাংলাদেশে এনে ঢাকা মিরপুর ডেল্টা ক্লিনিকে অপারেশন করা হয়। জিয়ারুলের চিকিৎসায় ব্যয় হয়ে যায় প্রায় ২৩ লাখ টাকা। ২০১৫ সালে যোগ দেন উপজেলার চণ্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হঠাৎ দু'মাস আগে ডান-বাহুর নিচে ধরা পড়ে বড় টিউমার। বর্তমানে জিয়ারুল খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডা. মুকিতুল হুদার অধীনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তিনি জানিয়েছেন, টিউমারে ক্যান্সারের জীবাণু আছে। এ মুহূর্তে আবারো তার চিকিৎসা খরচের জন্য প্রায় ৩ লাখ টাকা লাগবে। যা জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। সহযোগিতা করতে চাইলে ৩৪১৫২৮৪৭ সঞ্চয়ী হিসাব নং, সোনালী ব্যাংক রাজগঞ্জ, মণিরামপুর, যশোর শাখায় এবং ১৪৯৫৫ সঞ্চয়ী হিসাব নং, বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ঝিকরগাছা, যশোর শাখায় পাঠাতে পারেন।